বাংলার ছোটগল্প

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা
ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ খণ্ডের শুরু বাংলা ছোটগল্প ধারার এক বিশিষ্ট কথাশিল্পী সুশীল জানার অসামান্য নির্মাণ 'সখা' গল্পটি দিয়ে। এক-একজনের একের বেশি গল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলেই সুশীলবাবুর 'আম্মা', 'খুনী'-র মতো অনন্যসাধারণ গল্পকে নির্বাচনের বাইরেই রাখতে হয়েছে। এই খণ্ড শেষ হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের গল্প দিয়ে।

একটি করে অসাধারণ গল্প নিয়েও যাঁদের একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পকে গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার', 'বস্ত্রং দেহী', 'ছিন্নমস্তা', 'কল্কি'; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'এক পো দুধ', 'মহাশ্বেতা', 'শ্বেতময়ূর', 'টিকিট', 'ধূপকাঠি,' 'ঘর', 'ঝড়', 'কস্মৈ দেবায়ঃ', 'অবতরণিকা', 'রস', 'অভিনেত্রী', 'যবনিকা', 'গুণগ্রাহী'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদু মিঞার মোরগা', 'নায়কের জন্ম', 'হাঁস', 'মর্যাদা', 'বনজোৎস্না', 'টোপ', 'হাড়', 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ', 'তীর্থযাত্রা', 'বীতংস', 'দুঃশাসন', 'অধিকার', 'সুখ', 'বন্দুক', 'রেকর্ড', 'বনক্রচরিত', 'নীলা' প্রভৃতি অসাধারণ গল্পগুলি।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'উরুণ্ডী', 'একটি বিপ্লবের মৃত্যু', 'দীপিকার ঘরে রাত্রি', 'ভূমিকম্প', 'প্রতিবেশী', 'চাঁদবেণে'; বাণী রায়ের 'নার্ঘিসাস', 'কোনও এক মলি দত্ত', 'সীমেন্টের ছাতার নীচে'; সন্তোষকুমার ঘোষের 'যাত্রাভঙ্গ', 'দুইরাত্রি', 'সত্যসন্ধ', 'কস্তুরীমৃগ', 'পনের টাকার বৌ', 'একমেব', 'শনি', 'বিষ', 'যাদুঘর', 'কানাকড়ি', 'নিহতের নাম', 'পাখির বাসা', 'প্রাচীর', 'সে আমার প্রেম', 'চিনে মাটি'; শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধিলিপি বনাম পুরুষকার', 'বিকল্প'; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবন', 'তপ', 'কুমারী মাতা', 'চোখ', 'মৃত্যু', 'কান্না', 'ব্যক্তিত্ব', 'দ্বীপ', 'অভিরতি'; সোমেন চন্দের 'দাংগা', 'ইঁদুর', 'বনস্পতি'; সলিল চৌধুরীর 'চালচোর', বিমল করের 'শোকসভার পরে', 'বৃদ্ধস্য ভার্যা', 'আত্মজা', 'জানোয়ার', 'মৃত ও জীবিত', 'নিষাদ', 'বনবাসী', 'সুখ', 'কলহ', 'মিলনোৎসব', 'কাচঘর', 'জননী', 'পলাশ', 'অশ্বত্থ', 'সুধাময়', 'ইঁদুর', 'মানবপুত্র', 'উদ্ভিদ', 'সোপান'; ননী ভৌমিকের 'পূর্বক্ষণ', 'কাফের', 'বাছা', 'অন্যবিধ', 'চৈত্রদিন', 'গান্ধারী', 'হটাবাহার', 'ধানকানা'; সত্যজিৎ রায়ের 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি', 'দুই বন্ধু'; রমাপদ চৌধুরীর 'দিনকাল', 'বড়বাজার', 'ডাউন ট্রেন', 'উদয়াস্ত', 'ভারতবর্ষ', 'দরবারী', 'রেবেকা সারণের কবর', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'মেকি', 'চাবি', 'একটি মনিব্যাগ ও একফালি হাসি', 'স্ত্রৈণ', 'অপরাহ্ণ', 'অঙ্গপালি'; গৌরকিশোর ঘোষের 'আলমারি', 'তলিয়ে যাওয়ার আগে', 'লোকটা', 'বাঘবন্দী', 'ব্রজদার গল্প'; বাণী বসুর 'শতাব্দী এক্সপ্রেস', সমরেশ বসুর 'উত্তাপ', 'আবাদ', 'বিবরমুক্ত', 'নিমাইয়ের দেশত্যাগ', 'পাড়ি', 'সিদ্ধান্ত', 'স্বীকারোক্তি', 'কিমলিস', 'সুচাঁদের বারোমাস্যা', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'মানুষ রতন', 'ছেঁড়া তমসুক', 'অকাল বসন্ত', 'ধর্ষিতা', 'প্রতিরোধ', 'বিহিত', 'আদাব', 'শহিদের মা'; তৃপ্তি মিত্রের 'পুরনো গন্ধ', 'কী যেন স্টেশনটার নাম'; মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'চড়ক', 'জল', 'দৃশ্যপটে আমিই নায়ক', 'জলসত্র', 'বিছন', 'এজাহার',

'বাঁয়েন', 'আজীর', 'কুসুমা', 'কানাই বৈরাগীর মা', 'পিণ্ডদান', 'অপারেশন বসাই টুডু'; মিহির আচার্যের 'হিংস্রতা বর্জন করুন', 'লোহার ক্ষুর'; ঋত্বিক ঘটকের 'ভূস্বর্গ অঞ্চল', 'সড়ক', 'রূপকথা' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছে।

এই খণ্ডের গল্পের সংখ্যা ৪৬। সময়সীমা ১৯১৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম** ও **উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙেপড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী **দাঙ্গা** তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; **সর্বোপরি পাঠকের** কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

শ্রীরামপুর
বইমেলা ২০০২

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

সুশীল জানা	সখা	১১
নবেন্দু ঘোষ	শ্যামরায়ের মৃত্যু	১৯
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বিকল্প	২৯
শওকত ওসমান	আলোক অন্বেষা	৪৬
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু	৫৩
অমিয়ভূষণ মজুমদার	পুকুরের মুক্তো	৬০
বাণী রায়	লুক্রেশিয়া	৭০
মির্জা আবদুল হাই	মেহেরজানের মা	৭৯
আবু রুশ্‌দ	ছেদ	৮৮
অরুণ চৌধুরী	হালাল	৯৬
গোলাম কুদ্দুস	লাখে না মিলয়ে এক	১০৬
সন্তোষকুমার ঘোষ	কানাকড়ি	১২২
টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ	প্রতিপক্ষ	১৩৮
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	কল্যাণী	১৪৭
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	অন্ধজনে দেহ আলো	১৫৩
ধীরেন্দ্রলাল ধর	ছবি	১৫৯
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রামাই দারোগার কার্যকলাপ	১৬৩
শক্তিপদ রাজগুরু	একসূত্রে বাঁধা	১৭৬
শম্ভু মিত্র	অসাময়িক	১৮৮
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অনুপমা	১৯৯
কুমারেশ ঘোষ	সজনের ডাঁটা	২০৪
রঞ্জন	নবীনা	২০৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ব্যক্তিত্ব	২১৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	বাবার ছবির খোঁজে	২২৩
সোমেন চন্দ	সংকেত	২২৯
সলিল চৌধুরী	ড্রেসিং টেবিল	২৪০
বিমল কর	আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন	২৪৮
ননী ভৌমিক	সলিমের মা	২৫৮
সত্যজিৎ রায়	পিকুর ডায়রি	২৬৬
রমাপদ চৌধুরী	আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া	২৭০
চাণক্য সেন	পিতা	২৮১

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	স্তন	২৯১
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	মুক্তামালা	২৯৮
গৌরকিশোর ঘোষ	সাগিনা মাহাতো	৩০৬
বাণী বসু	নন্দিতা	৩২৬
সমরেশ বসু	ষষ্ঠ ঋতু	৩৪০
ছবি বসু	জীবন ও জীবিকা	৩৫২
তৃপ্তি মিত্র	অব্যক্ত	৩৫৭
শাহেদ আলী	আতশী	৩৭১
মুনির চৌধুরী	খড়ম	৩৮৩
মহাশ্বেতা দেবী	ভাতুয়া	৩৮৮
মানবেন্দ্র পাল	পেয়ারা	৪০৪
আবু ইসহাক	জোঁক	৪১০
মিহির আচার্য	আজ কাল পরশু	৪১৬
মৃণাল চৌধুরী	রৌদ্রদীপ্ত	৪২৩
ঋত্বিক ঘটক	কমরেড	৪৩১

সখা

সুশীল জানা

"লগর মাঝির সঙ্গে তোমার সাদি হবে।" বন্‌শী সকৌতুকে ব'ললে, "তবে যে তুমি হলে মোর সয়া। লগর যে মোর সাঙাৎ ছিল।"

মংলা কেমন অন্যমনে বললে, "সে কথার পর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেল।"

"লগর এখন কোথায়?"

"সে তো চলে গেল কয়লার খাদে।" মরা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, "হঠাৎ একদিন চলে গেল খেপে।"

"তারপর?"

"তারপর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেছে।"

"মন খারাপ কোরোনি হে সয়া— সে আসবে।" বন্‌শী লগর মাঝির কথা বলে, "ছোট যখন ছিলাম—মহিষের পাল লিয়ে চরাতে আসতাম জংগলের ধারে ডাহীতে, সে-ও আসত। মোরা লাচতাম, গাইতাম, বাঁশি বাজাতাম, শালবনে ফুল পাড়তাম মহুয়ার। সে সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সয়া।"

মংলা কিন্তু আর কোনো কথা ব'ললো না। চুপ ক'রে রইলো দূরের দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে। তার উজ্জ্বল কালো চোখে এই শূন্য পোড়া প্রান্তরের শূন্যতা প্রতিবিম্বিত হয় বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, "সেদিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল লিয়েছে জমিদার, গোঙর ডাহী লিয়েছে কাগজে কল, জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজকলের ঘাস কেটে মরি—আর তুমি কিনা গাঁ ছেড়ে আজ লুকিয়ে আছ মোর ঘরে।"

"হাঁ—আছি। কিন্তু চিরদিন কি লুকিয়ে থাকব সয়া? আবার ঘুরে আসবে সেদিন।"

"কি জানি বিদেশী।"—

"মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে সয়া?"

মংলা হেসে ব'ললে, "তুমিতো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।"

"আজ তো একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লো সয়া।"

হঠাৎ একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগে মংলার মুখটায়। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে ব'ললো—"যাই, গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুয়ে দিতে হবে।"

ঘুরে এল খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পায়ের ঘা ধুতে বসলো বন্‌শীর।

বন্‌শী নিজের ঘায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "শালাদের গুলিটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। না হলে পচে মরতে হত তোমার ঘরে সয়া।"

মংলা কোনো কথা ব'ললো না—মুখ নীচু করে একমনে জলের ছিটে দিয়ে ঘা ধুতে লাগল।

বন্‌শী ফের বললে, "সেরে এসেছে—না কি বল?"

মংলা অন্য মনে শুধু বললে, "হুঁ।"

হঠাৎ বন্‌শী মুখ খিঁচিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "আস্তে আস্তে—আস্তে হে সয়া।"

মংলা বোধহয় নিঃশব্দে একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিল। বন্‌শী বললে, "হাসলে যে।"—

"এমনি", মংলা মুখটা আরও গোঁজ করে ঘা ধুতে লাগল।

"এমনি হাসলে?"

মংলা আর কোনো কথা বললে না। এমনি সে হাসেনি ঠিক—ভাবছিল, এই লোকটাকে প্রথম যেদিন সে আবিষ্কার করলো তার জ্বালানির মাচার মধ্যে— সেদিনকের কথা। ঠ্যাংটা দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জায়গা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি—ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন জ্বালানির মধ্যে কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

চমকে উঠেছিল—ঠিক ভয় পায়নি মংলা, নিঃশব্দে ঘুরে গিয়ে চাল থেকে টাঙিটা নামিয়ে ফিরে এসে বলেছিল, "কে ঢুকেছিস বটে— বেরিয়ে আয়, না হলে দিলাম ঠ্যাং কেটে।"

প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না চড়েও না।

"তবে দিলাম টাঙির কোপ।" মংলা ধমকেছিল। একটা জোয়ান মরদ বেরিয়ে এল তারপর—তার জাতের মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেরিয়ে এল ঠ্যাং ঘষটে ঘষটে। তারও হাতে টাঙি।

"কে তুই বটে।" মংলা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

"চিনবেনি মোকে, আমি বিদেশী।"

"বিদেশী! কুঁন গায়ের লোক বটে হে!"

লোকটা মংলার কুঁড়ের পেছনের জংগলটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "জংগলের ওপার—গিরধিনি।"

"তো মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি ক্যানে?"

লোকটা অক্লেশে বললে, "রাতটা থাকতাম।"

"আর দিন এখনও শেষ হয়নি। ঢুকেচিস মোর মাচার মধ্যে!" মংলা বাজে কথায় ভুলবার মেয়ে নয়। বাপ মরে যাওয়ার পর একাই সে ঘর করছে। উনিশ কুড়ি বছরের গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ান সাঁওতাল মেয়ে। ধমকে বলেছিল, "কে তুই বল ঠিক্ ঠিক্।"

"বিদেশীর নাম জেনে কি হবে। রাতটুকুন তো শুধু মাথা গুঁজে থাকতাম"—

"মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি আর নাম বলবিনি! গিরধিনির লোকত ইদিকে এসেছিস ক্যানে।"

"এই—কাঠ কাটতে।"

"হুঁ!— তোদের জমিদার জংগল কেড়ে লেয়নি?"

"লিয়েছে। তাইত বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো মোদেরও তো লিয়েছে।"

"তবে চাষের জমিন পাই যদি—"

"জমিন! হোই দ্যাখগা—বাবুই ঘাস। কাগজকলের মালিক গোচর ডাহী আর ধানী জমি সব কেড়ে লিয়ে ঘাসের চাষ করেছে।"

"মোদেরও তাই।"

"তবে! সব জেনেশুনে ন্যাকামি করছিস্ ক্যানে তবে?"

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এন্তার মিছে কথা যে বুঝতে পারছিল না মংলা তা নয়। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল—কি করবে সে এ লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, "আজ রাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর-ভোর আমি চলে যাব। পায়ে বরায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, বড় ব্যথা হচ্ছে।"

"হুঁ। কুথায় ছিল বরা?"

"বনে।"

"বনে! সত্যি কথা বল—কুথায় দেখেছি যেন তোকে। ঠিক দেখেছি মনে হচ্ছে।" মংলা পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, "কুথায় দেখবে আবার মোকে। আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা— ভোর-ভোর যেখানে হোক চলে যাব। আমি তোমার জাতের লোক— দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।"

"আরে দূর! তোকে আবার ভয়।" ঠোঁট বেঁকিয়ে মংলা বলেছিল, "তবে থাক গে যা— হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।"

"চ্যাটাই-মেটাই মোর দরকার নাই। —হোই জ্বালানীর মাচাং-এ থেকে যাব।"

"হুঁ। লুকাতে চাস? তুই ঠিক চোরাই, হাঁড়িয়া চোলাই করতিস, আর পুলিস তাই তোকে তাড়া করেছে।"

"তাই যদি হয়। জেতের লোককে পুলিসে ধরিয়ে দিবি?"

নাঃ— লোকটা অসম্ভব!— তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই করে দেখেছিল মংলা চোখ কুঁচকে। তারপর বলেছিল— "নাঃ, পুলিস বড় হারাম। মোদের বন্‌শী মাঝিকে ধরবে বলে তল্লাট টুঁড়ে ফেলেছে।"

"বন্‌শী মাঝিটা আবার কে হে?"

"দূর ভূত কোথাকার! তার নামও শুনিস নাই?" মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, "সে বড় ভালো চ্যাংড়া হে।"

"তবে ভালো। আমি বিদেশী— মোর অত কথায় কাজ কি!"

"কাজ কি!" মংলা রুখে বলেছিল, "এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে, ডাহী জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদগুলান বিদেশে পালালো—তা ঘুরোৎ চাস না?"

"চাই তো। কিন্তু দেয় কে!"

"বন্‌শী মাঝি বলে—সব আবার ঘুরোৎ হবে। মোরা লড়াই করে কেড়ে লেব।"

"তো লে কেড়ে।" লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, "আমি কী না বলেছি?"

তার এই গা-ছাড়া জবাবে মংলা আবার গাল দিয়েছিল, "বিদেশী ভূত!"

রাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইরের ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা। নিজে শুয়েছিল কুঁড়ের ভেতরে বাঁশের দরোজায় ভালো করে খিল এঁটে। কে জানে, বিদেশী শয়তানটার মনে কি আছে!

হঠাৎ ঘোর রাত্তির বেলা বন্ধ দরোজায় ঘা। আর চাপা গলায় ডাক ঃ

"আহে—আহে—আহে"—

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈকি মংলার— কে জানে কি মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ করে বলেছিল—"শয়তানির মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবারে!"

লোকটা ককিয়ে বলেছিল — "না গো—একটু জল দিতে পারো? ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

হাতে টাঙি নিয়ে দরজা খুলেছিল মংলা। দেখে— লোকটা হুঁ-হুঁ করছে। জিজ্ঞেস করেছিল, "কি হল তোর!"

"জ্বর। বড় তেষ্টা। আর মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।"

দেখতে দেখতে পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অতএব ভোর-ভোর যে-বিদেশীর চলে যাওয়ার কথা, তা আর হলো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফরমাস খাটতে হল মংলাকে। সেদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলোনা আর। লোকটা বললে, "যাবে একবার পিয়ারডোবা গাঁয়ে— মোর কুটুম আছে, গুরাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু— তোর মামাত ভাইয়ের অসুখ। দেখবে—ই খবর আর কারুকে দিবেনি কিন্তুক।"

কি করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক বিপদে পড়ে গেছে। লোকটার কি রহস্য আছে কে জানে ; তবে আছেই কিছু!

খবর দেওয়ার পর গুরাই মাঝি আর একটি ছোকরা এলো রাতের অন্ধকারে ঘুপটি মেরে। দেখে মংলা তো আগুন। বললে, "কি রকম লোক বটে হে তোমরা। খবর দিলাম সকালে—এলে রাতের বেলা। ইদিকে কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের রুগী।"